بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২রা আগষ্ট, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় যুক্তরাজ্যের ৫৮তম বার্ষিক জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং জলসায় আগত বিভিন্ন অতিথির অভিব্যক্তি ও জলসার মিডিয়া কভারেজ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা খোদা তা'লার কৃপারাজী প্রদর্শন করে অত্যন্ত সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এ ৩টি দিন অত্যন্ত বরকতমণ্ডিত দিন ছিল যা আহমদী, অ-আহমদী নির্বিশেষে সবার ওপর এক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি কতিপয় অ-আহমদী অতিথির অভিব্যক্তি বর্ণনা করব, তবে এর পূর্বে আমি জলসার স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা জলসার পূর্বে বা জলসার সময় অসাধারণ সেবা প্রদান করেছেন অথবা জলসা'র পরেও ওয়াইন্ডআপ তথা গুটানোর কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতা এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে যে, অ-আহমদীরাও তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে আর এটি নীরব তবলীগের ভূমিকাও পালন করে থাকে। জলসার সকল বিভাগ এবং সকল কর্মী সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য কিছু দুর্বলতা ছাড়া সবদিক থেকে কর্মীরা ভালো কাজ করেছে আর এ কারণে তারা কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। কাজেই, আমিও সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। এ বছর প্রেস ও মিডিয়া কভারেজ খুব ভালো হয়েছে। অনুরূপভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বিভাগও খুব ভালো কাজ করেছে যার ফলে প্রতিবেশীরাও সন্তুষ্ট ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এরপর হুযূর (আই.) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অভিব্যক্তি তুলে ধরেন। এদের মধ্যে নবাগত আহমদী এবং অ-আহমদী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে ইসমাঈল বেনট সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি জামা'তের পূর্ব পরিচিত হলেও এবার জলসায় এসে এখানকার পরিবেশ দেখে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতির লোকদের সমন্বয়ে এত বড়ো সমাবেশ আগে কখনো দেখি নি। এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এটি সত্য ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান জামা'ত। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য না করি তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এখন যদি মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাদের উচিত খলীফার হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেয়া।

জাপান থেকে আগত বৌদ্ধধর্মের প্রধান পুরোহিত বলেন, আমি জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি বিষয় ছিল অভিন্ন আর তা হলো, প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মীদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনায় কোনো ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয় নি। তাদের প্রত্যেকের নৈতিকতা ও আচরণ অভিন্ন ছিল। আমাদের জন্য এ দৃশ্য ভোলার মতো নয়। হুযূর

(আই.) বলেন, তিনি আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন আর আমি তাকে বলেছি, এক খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক। তিনি এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে বলেন, আমি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে প্রথাগতভাবে এক খোদাকে মানি না বটে, কিন্তু আমার হৃদয় এটিই বলে যে, এ বিশ্বের কোনো এক স্রষ্টা ও অধিপতি আছেন এবং আমরা সবাই তাঁর সৃষ্টি আর আমরা সেই স্রষ্টা ও অধিপতির নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

চিলি থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে (আমাদের) দেশে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান ফিরকাগুলোর কাছে জিজ্ঞেস করেছি। তারা সবাই নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যার সারাংশ হলো, এরা মুসলমান নয়। জলসায় আপনাদের খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এখন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি আমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করব এবং নিজের অধীনস্ত লোকদের কাছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরব যে, আহমদীরা কেবল মুসলমানই নয়, বরং সর্বোত্তম ও অসাধারণ মুসলমান।

হল্যাণ্ডের একজন ভদ্র মহিলা বলেন, এ জলসায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ আগমন করেছে। সর্বত্র অতুলনীয় ভাতৃত্বের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্য চিরদিন মনে থাকবে। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মানুষ যদি মানবতার জন্য আরও অধিক সচেতনতা, জাগরণ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে যেমনটি আহমদীয়া জামা'ত করে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে।

আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল সেক্রেটারী অব অরশিপের প্রতিনিধি হিসেবে আগত এক অতিথি বলেন, আমি আপনাদের জামা'তের জলসাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছি। কেননা আপনারা এত চমৎকার ও সুশৃঙ্খলভাবে এত বড় একটি সমাবেশের আয়োজন করেছেন যা আমাদের দেশে অসম্ভব। মহিলাদের উদ্দেশ্যে খলীফার ভাষণ আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনারা সামাজিক চাপ ও পশ্চিমাবিশ্বের প্রভাব সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাইওয়ান থেকে আগত একজন ডাক্তার অতিথি বলেন, আমি এত বড় সভা কখনো দেখি নি আর এর পুরো ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবীরা পরিচালনা করছে। লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের সময় মনে হচ্ছিল, আহমদী মেয়ে এবং তরুণ প্রজন্ম নিজেদের খলীফাকে গভীরভাবে ভালোবাসে, তাই তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনছিল।

বেলিজ থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের ফলে আমার আধ্যাত্মিকতায় এক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত হলো, রবিবার সর্বস্তরের আহমদীদের অঙ্গীকারের দৃশ্যটি, অর্থাৎ বয়আতের দৃশ্য, যেখানে সবাই মিলে দোয়া করেছে এবং অশ্রু বিসর্জন করেছে। এরূপ দৃঢ় ঈমানের চেতনা আমি পূর্বে কখনো দেখি নি।

কোস্টারিকা থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অবাক হয়েছি এবং আনন্দিতও হয়েছি। কেননা আহমদীয়া জামা'ত নারীদেরকে পুরুষের সমমর্যাদা দেয়। এখানে এসে আমার অভিজ্ঞতা এবং সত্যায়ন হলো, আহমদীয়া জামা'ত অন্যদের যে কথা বলে তারা নিজেরাও সে কথার ওপর আমল করে। জামা'তের বিশ্বাস এবং কর্ম এক ও অভিন্ন।

ব্রাজিলের একটি পত্রিকার সম্পাদক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জামা'তের ইমামের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আমার মস্তিষ্ককে

আলোকিত করেছে। জলসার সময় ভালোবাসা ও সম্মান প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছি। স্বেচ্ছাসেবীরা যে ধরনের আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে তা নিশ্চিতভাবে হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ও প্রশংসারযোগ্য।

ব্রাজিলের আরেকজন রিপোর্টার বলেন, এটি এক অসাধারণ জলসা ছিল। আমার হৃদয়ে জামা'তে আহমদীয়ার জন্য সম্মান এবং শুভাকাঙ্খিতার প্রেরণা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতালি থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামা'তের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও আহমদীদের ঘৃণার বিপরীত আচরণ আমাকে প্রভাবিত করেছে যা আপনাদের দৃঢ় ঈমানের সাক্ষ্য বহন করছে।

এভাবে হুযূর (আই.) তাঞ্জানিয়া, সিয়েরা লিওন, স্পেন, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের অতিথিদের অভিব্যক্তি বর্ণনা করেন এবং বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা অভিব্যক্তি বর্ণনাকারীদের হৃদয়সমূহকেও উন্মোচন করুন এবং তারা আহমদীয়াতের বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবনকারী হোক আর আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হই যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। তদুপরি শুধু এ ৩টি দিনই নয় বরং আমরা যেন এগুলোকে আমাদের জীবনের অংশে পরিণত করতে পারি।'**

অনলাইন কভারেজের প্রতিবেদন সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, এ বছর ৫০টি ওয়েবসাইটে ১৫ মিলিয়ন তথা দেড় কোটি মানুষ জলসার সংবাদ পাঠ করেছে। প্রিন্ট মিডিয়াতে জলসার বরাতে মোট ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা ৫মিলিয়ন তথা ৫০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়। টিভির মাধ্যমে জলসার দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা আনুমানিক ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি। বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে জলসা অনুষ্ঠানের শ্রোতার সংখ্যাও ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আনুমানিক ৪৬ মিলিয়ন তথা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বার্ষিক জলসার সংবাদ দেখেছে এবং শুনেছে। এছাড়া আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও কভারেজ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ চ্যানেলও জলসার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে।

হুযূর (আই.) পরিশেষে বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যেভাবে এ জলসা আমাদের নিজেদের জন্য তরবীয়ত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়েছে সেভাবে অ-আহমদীদের জন্যও ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নিকতর করার মাধ্যম হয়েছে। কাজেই, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অধিক হারে বিনত হওয়া এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। একইসাথে আমাদের এ অঙ্গীকারেও অবিচল থাকতে হবে যে, সর্বদা আমরা আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে পৌছানোর লক্ষ্যে পূর্বের চেয়ে অধিক চেষ্টা করতে থাকব। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন'**।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)